আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

ANSAR-VDP UNNAYAN BANK

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ঋণ ও অগ্রিম উপ-বিভাগ

অপারেশন সার্কুলাল নং-০৩/২০১৯ তারিখ : ১৬-০৬-২০১৯

সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
বাংলাদেশ

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মূলধন কাঠামো, মিশন ও ভিশন এবং এ পর্যন্ত জারীকৃত ৩৪টি ঋণ প্রোডাক্ট ও সময়ে সময়ে জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ একত্রে অবলোকনের সুবিধার্থে একটি উদ্ভাবনী কার্যক্রম হিসেবে ''সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯" প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। **অবতরনিকা :**

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বাহিনী, এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬১ লক্ষ, যার প্রায় অর্ধেকই নারী। সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বিশাল এ বাহিনীর সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা ও তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ২১ নং রাষ্ট্রীয় আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি সরকারী বিশেষায়িত ব্যাংক, যার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৯৬ সালের ১০ জানুয়ারী। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ ব্যাংক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণের দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ব্যাংকের চলমান কার্যক্রমের মধ্যে বিগত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বার্ষিক সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর প্রশংসাসূচক বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং তিনি নিজে শেয়ার ক্রয় করে এ ব্যাংকের মালিকানা প্রাপ্ত হয়েছেন।

৩। **মূলধন কাঠামো :**

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন, সরকারী ঋণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের ঋণ এবং নিজস্ব আয় ও ঋণ আদায় থেকে সংগৃহীত হয়। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অনুমোদিত প্রারম্ভিক মূলধন ১০০ (একশত) কোটি টাকা যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ব্যাংকের ইস্যুকৃত মূলধন ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা, যার ২৫% অর্থাৎ ১০০ কোটি টাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ৭৫% অর্থাৎ ৩০০ কোটি টাকা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য/সদস্যা, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অত্র ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিটি ১০০ (একশত) টাকা মূল্যমানের শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণের নিকট হতে জামানত গ্রহন করে অথবা বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা। আমানত গ্রহন করা ও ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

৪। **মিশন ও ভিশন :**

(১) মিশন :

১. ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদেরকে ব্যাংকের মালিকানা শেয়ার ক্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
২. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের আওতায় এনে তাঁদের আমানত আহরণ করা ও অর্থায়নসহ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা;
৩. বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় ব্যাংক শাখা খোলা;
৪. সহনীয় সুদের হার এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফা বৃদ্ধি;
৫. শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ (Dividend) প্রদান করা।

(২) ভিশন :

১. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ গঠনপূর্বক সরকারের SDGs অর্জন তথা ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা;
২. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন এর মাধ্যমে দেশের জিডিপি অর্থাৎ ব্যাষ্টিক অর্থনীতিতে (Macro Economy) অবদান রাখা;
৩. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য/সদস্যাদের পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ জনগনের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার অভিযাত্রায় সফলকাম হওয়া।

চলমান পাতা-০২

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

৫। **ঋণ কার্যক্রম :**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক কৃষি উৎপাদন, দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন, একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ, এসএমইসহ কৃষি ও পল্লী ঋণ তথা অন্যান্য আয় উৎসারী কর্মকান্ডে এ পর্যন্ত ৩৪টি ঋণ প্রোডাক্টের মাধ্যমে সারাদেশে ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন ২৪১টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকের সমস্ত ঋণ কার্যক্রম Supervised Credit এর আওতায় পরিচালিত হওয়ায় আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার প্রায় ৯৮%। ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম নিবিড় তদারকীমূলক এবং ঋণের গুনগত মান সন্তোষজনক হওয়ায় মূলতঃ এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

৬। **ঋণ প্রোডাক্টসমূহ :**

ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৩৪টি ঋণ প্রোডাক্ট মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক ৩৪টি ঋণ প্রোডাক্টের নীতিমালা ও প্রায় ৩৫০টি সংশোধনী নীতিমালাও মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত এই নীতিমালাগুলো সকল শাখায় বিশেষ করে নতুন শাখাগুলোতে সংরক্ষিত না থাকায় মাঠ পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক সময় দীর্ঘসূত্রিতা হয়, যার ফলে ঋণ গ্রহীতাদের কম সময়ে, কম ভিজিটে ও স্বল্প খরচে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ণে ও ঋণ গ্রহীতাদের কম সময়ে, কম ভিজিটে ও স্বল্প খরচে সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত জারীকৃত ঋণ নীতিমালাগুলোর সমন্বয়ে একটি সমন্বিত ঋণ নীতিমালা জারী করা প্রয়োজন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ও মাঠ পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান ৩৪ টি ঋণ প্রোডাক্ট ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলোর সমন্বয়ে ''সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯" নামে একটি ঋণ নীতিমালা প্রস্তুত করা হলো যা নিম্নরূপ :

(১) ঋণ প্রোডাক্টসমূহের নাম :

ক্রম	ঋণ প্রোডাক্টসমূহ	ক্রম	ঋণ প্রোডাক্টসমূহ
১.	ক্ষুদ্র ঋণ (গ্রুপের বাইরে এককভাবে ঋণ দেয়া যাবে);	২.	গবাদি পশু ও গাভী পালন ঋণ;
৩.	কৃষিভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন/ব্যবসায় নগদ ঋণ;	৪.	নারী কর্মসৃজন ঋণ;
৫.	এসএমই খাতে চলতি মূলধন/ব্যবসায় নগদ ঋণ;	৬.	হালকা যানবাহন ক্রয় ঋণ;
৭.	ব্যাটালিয়ন আনসার এবং বাহিনী ও অত্র ব্যাংকের স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ;	৮.	কম্পিউটার ঋণ;
৯.	পার্সোনাল লোন;	১০.	নগদ ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট);
১১.	গ্রামীণ পরিবহণ (অটোরিক্সা/থ্রি হুইলার) ঋণ;	১২.	গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ;
১৩.	আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ;	১৪.	পোল্ট্রী (ব্রয়লার/লেয়ার) ঋণ;
১৫.	অঙ্গীভূত (Embodied) আনসার ঋণ;	১৬.	কৃষি যন্ত্রপাতি (Agricultural Equipment) ক্রয় ঋণ;
১৭.	সৌর-বিদ্যুৎ স্থাপন ঋণ;	১৮.	আনসার সদস্যদের মটর সাইকেল ক্রয় ঋণ;
১৯.	বায়োগ্যাস পণ্ট্যান্ট ঋণ;	২০.	আনসার/ভিডিপি সদস্য হোম লোন;
২১.	আনসার অফিসার হোম লোন;	২২.	প্রবাস গমণ ঋণ;
২৩.	বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকা তহবিলের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী;	২৪.	Ansar VDP Alo-by Solaric (AVAS) প্রকল্প এর মাধ্যমে M-IPS স্থাপন ঋণ;
২৫.	মৎস্য চাষ (চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ) ঋণ;	২৬.	দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুন:অর্থায়ন স্কীম ঋণ;
২৭.	উত্তরণ ঋণ;	২৮.	হিল আনসারদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ;
২৯.	ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ও ভিডিপি স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ;	৩০.	অস্থায়ী ব্যাটায়িন আনসারদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ;
৩১.	স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ঋণ;	৩২.	এসডিপিএস হিসাবের স্থিতির বিপরীতে ঋণ;
৩৩.	লাখপতি ডিপোজিট স্কীমের বিপরীতে ঋণ;	৩৪.	আমানত দ্বিগুন বৃদ্ধি প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ;

৭। **ঋণ কর্মসূচীর আওতাভূক্ত এলাকা :**

শাখার আওতাধীন এলাকা বলতে শাখা সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলা/জেলা সদর/সিটি কর্পোরেশন এলাকা। তবে, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে শাখার আওতাধীন এলাকার বাইরেও ঋণ প্রদান করা যাবে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম উপ-বিভাগের অপারেশন সার্কুলার নং-১৩/২০১৮ তারিখ ১৮-০৭-২০১৮ এবং অপারেশন সার্কুলার নং-১৪/২০১৮ তারিখ ০৬-০৮-২০১৮ অনুযায়ী নির্ধারিত কর্ম এলাকা (উপজেলা/থানা) অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। শাখা তাদের নির্ধারিত কর্ম এলাকায় আমানত সংগ্রহ, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, শেয়ার বিক্রয়সহ বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

চলমান পাতা-০৩

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

৮। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা :**

৮.১	**সাধারণ যোগ্যতা :** সকল ঋণের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ যোগ্যতাসমূহ :
১	উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
২	আনসার ও ভিডিপির সদস্য হতে হবে;
৩	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার হতে হবে;
৪	শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। কোন উদ্যোক্তার ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট শাখার কমান্ড এরিয়ার স্থায়ী বাসিন্ধা না হলেও ঋণ পরিশোধে সক্ষম এবং সংশ্লিষ্ট কমান্ড এরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এমন যে কোন ব্যক্তির (তৃতীয় পক্ষের) গ্যারান্টি/মর্টগেজ গ্রহনপূর্বক উক্ত উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, ব্যাটালিয়ন আনসার ও অঙ্গীভূত আনসার এবং আনসার ও ভিডিপি সংগঠন ও এ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও ঋণ প্রদান করা যাবে এবং উত্তরণ ঋণে স্থায়ী বাসিন্দা না হলে অধিক্ষেত্রের একজন বাসিন্দাকে ঋণের গ্যারান্টার করতে হবে;
৫	উদ্যোক্তার ১৮ বছরের উর্ধ্বে বয়স হতে হবে এবং দেউলিয়া, মাদকাসক্ত, আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত, উম্মাদ ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নহেন এমন ব্যক্তি হতে হবে;
৬	অবশ্যই স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;
৭	কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এনজিও তে ঋণ খেলাপী হলে অত্র ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না;
৮	উদ্যোক্তার ইকুইটি বহনের ক্ষমতা থাকতে হবে।

৮.২	**বিশেষ যোগ্যতা :** সাধারণ যোগ্যতার বাইরে ঋণের খাত ভিত্তিক অতিরিক্ত যোগ্যতাসমূহ :
১	কম্পিউটার ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পিএসসি/পঞ্চম শ্রেণী পাশ হতে হবে;
২	নগদ ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট) ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার চলতি হিসাবে লেনদেন থাকতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে কমপক্ষে একটি এসডিপিএস থাকতে হবে ও ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে এবং যে কোন তফশীলী ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব থাকতে হবে;
৩	আনসার অফিসার হোম লোনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের প্রথম ও তদূর্ধ্ব শ্রেণীর স্থায়ী কর্মকর্তা হতে হবে এবং সংগঠনে তার চাকুরীকাল কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর হতে হবে। আনসার অফিসার হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তা তাঁর নিজ মালিকানাধীন জমিতে বাড়ী নির্মাণ/তৈরী বাড়ী ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বামী/স্ত্রীর নামীয় জমিতে বাড়ী নির্মাণ/তৈরী বাড়ী ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী মূল আবেদনকারী হলে তাঁর স্ত্রী হবেন সহ-আবেদনকারী এবং স্ত্রী মূল আবেদনকারী হলে তাঁর স্বামী হবেন সহ-আবেদনকারী;
৪	আনসার/ভিডিপি সদস্য হোম লোনের ক্ষেত্রে বাড়ী নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি বিভাগ/জেলা সদরের আওতাধীন সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর/জেলা সদর পৌরসভা/উপজেলা সদর/সকল পৌরসভার মধ্যে থাকতে হবে, তবে নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার বাহিরের এলাকায়ও এ ঋণ প্রদান করা যাবে। নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন এলাকা বলতে পাকা রাস্তার পার্শ্বে বিদ্যুৎ সুবিধা আছে এবং বাড়ী ভাড়া দেয়ার সুযোগ আছে এমন এলাকাকে বুঝাবে;
৫	এসএমই ঋণ/নারী কর্মসৃজন ঋণ/আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ/উত্তরণ ঋণ/মৎস্য চাষ/গবাদী পশু ও গাভী পালন/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ/হালকা যানবাহন ক্রয় ঋণ/পোল্ট্রি (ব্রয়লার ও লেয়ার) ঋণ/কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ/গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ/ কৃষি ও পল্লী ঋণ/দুগ্ধ উৎপাদান ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঋণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্তৃক অত্র ব্যাংকের সংশিণ্টষ্ট শাখায় একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলে পরিচালনা করতে হবে এবং যে কোন তফশীলি ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব থাকতে হবে;
৬	এসএমই/একটি বাড়ী একটি খামার/প্রবাস গমণ ঋণ/নারী কর্মসৃজন ঋণ/মৎস্য চাষ ঋণ/কৃষি ও পল্লী ঋণ/গবাদী পশু ও গাভী পালন ঋণে প্রতিটি কিস্তির সাথে মাসিক ১০০/-টাকা বাধ্যতামূলক ভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কর্মসূচী হিসাবে জমা করতে হবে (গ্রামীণ পরিবহন ঋণ/হালকা যানবাহন ঋণ/আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণে যা হবে ২০০/-টাকার) এবং প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাকে সংশিণ্টষ্ট শাখায় একটি এসডিপিএস হিসাব খুলতে হবে;
৭	অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে চাকুরীকাল ন্যূনতম ০১ (এক) বছর হতে হবে। পাশাপাশি ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার স্কুল এন্ড কলেজের এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিওভুক্ত উভয় শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী যাদের চাকুরীকাল ৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ্ব ও ঋণগ্রহীতাকে প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীমের আওতাভুক্ত হতে হবে;
৮	এসএমই/কৃষিভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন/আনসার প্রণোদনা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প/গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ/নারী কর্মসৃজন ঋণ/মৎস্য চাষ ঋণ/গবাদী পশু ও গাভী পালন/শিল্প/প্রকল্প পরিচালনায় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে পেশাদারী/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং ঋণ ব্যবহারের যোগ্যতা সহ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও আর্থিক আচরণে সুনামের অধিকারী হতে হবে এবং প্রোফাইল আকারে প্রকল্পের আয়-ব্যয় এবং সম্পদ-দায়ের বিবরণী দিতে হবে;
৯	সাধারণভাবে কোন উদ্যোক্তা একটি ঋণ বিদ্যমান রেখে আরো একটি ঋণ গ্রহন করতে পারবেন না (আমানতের বিপরীতে ঋণ ব্যতীত), তবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্থায়ীভাবে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এ ব্যাংকের চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ একটি বাড়ী একটি খামার/পারসোনাল লোন এর পাশাপাশি বায়োগ্যাস/সৌরবিদ্যুৎ ঋণ পাবেন। তাছাড়া, অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার, ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ একটি বাড়ী একটি খামার ঋণ প্রাপ্য হবেন;
১০	দুগ্ধ উৎপাদান ও কৃত্রিম প্রজনন ঋণে গাভী ও বাছুর ক্রয় ও লালন-পালন, দুগ্ধ উৎপাদন এবং কৃত্রিম প্রজননের সাথে জড়িত প্রকৃত খামারীরা (একক ও যৌথ) উক্ত খাতে ঋণ গ্রহনের জন্য বিবেচিত হবেন।

চলমান পাতা-০৪

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

৯। **প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/দলিলাদি/চেক লিষ্ট :**

৯.১	**ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সকল ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/দলিলাদি :**
১	আবেদনকারীর ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি;
২	গ্যারান্টারের ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
৩	আবেদনকারী, গ্যারান্টর, জিম্মাদার এর জাতীয় পরিচয়পত্রের উভয় পার্শ্বের সত্যায়িত ফটোকপি;
৪	শেয়ার ক্রয়ের সত্যায়িত ফটোকপি;
৫	চাকুরীরত থাকলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ গ্রহণের অনাপত্তি পত্র;
৬	সহজামানতি সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ১) মূল দলিলের কপি/ভায়া দলিলের কপি/আরএস থেকে সকল পর্চার সার্টিফাইড কপি/খারিজা পর্চা/ডিসিআর/হালসনের খাজনা পরিশোধের দাখিলার সত্যায়িত কপি/Non-Encumbrance সার্টিফিকেট; ২) প্রকল্প স্থান নিজস্ব হলে প্রকল্প স্থানের জমির মালিকানা সত্ত্বের দলিলাদি এবং ভাড়া হলে ভাড়ার চুক্তি পত্র;
৭	ইকুইটির যোগান সম্পর্কে ঘোষনাপত্র থাকতে হবে;
৮	নিজস্ব বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস সম্পর্কে বাস্ত্মবসম্মত ঘোষনাপত্র;

৯.২	**বিশেষ বিশেষ ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/দলিলাদি :**
১	একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ/পারসোনাল লোন/আনসার সদস্যদের মটর সাইকেল ক্রয় ঋণের ক্ষেত্রে বেতন থেকে কিস্তি কর্তনের ক্ষমতা অর্পণপত্র এবং বেতন বিবরণী জমা দিতে হবে;
২	গ্রামীণ পরিবহণ/ হালকা যানবাহন ক্রয়/আনসার সদস্যদের মটর সাইকেল ক্রয় ঋণের ক্ষেত্রে দরপত্রের কপি জমা দিতে হবে এবং হালকা যানবাহন ঋণের ক্ষেত্রে গাড়ী ক্রয়ের কোটেশন জমা দিতে হবে;
৩	অঙ্গীভূত আনসার ঋণের ক্ষেত্রে স্মার্ট কাড (Smart Card) এর সত্যায়িত ফটোকপি নিতে হবে। ঋণ প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে শাখা কর্তৃক ৬৯৬৯ নম্বরে ম্যাসেজ করে স্মার্ট কার্ডের সত্যতা যাচাই করতে হবে এবং পাশাপাশি অঙ্গীভূত আনসার হিসাবে চাকুরী প্রাপ্তি সংক্রান্ত আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর কর্তৃক মোবাইলে প্রেরিত মেসেজ শাখা ব্যবস্থাপককে স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হতে হবে এবং উহার সত্যায়িত প্রিন্টকপি ঋণ নথিতে সংযুক্ত করতে হবে। স্মার্ট কার্ড (Smart Card) এর পিন (PIN) নম্বরের সঠিকতা যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে;
৪	এসএমই ঋণ/নগদ ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট)/নারী কর্মসৃজন ঋণ/পোল্ট্রি (ব্রয়লার ও লেয়ার) ঋণ/আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ/উত্তরণ ঋণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;
৫	এসএমই ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন ঋণে এসডিপিএস হিসাব খোলার সম্মতি পত্র ও প্রকল্প/ব্যবসার ভূমির মৌজা ম্যাপ/হাতে আঁকা রুট ম্যাপ এবং এসএমই/আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প/মৎস্য চাষ ঋণ/গবাদী পশু ও গাভী পালন ঋণ/উত্তরণ ঋণ/নারী কর্মসৃজন ঋণ/গরু মোটাতাজাকরন ঋণ/নগদ ঋণ/কৃষি ভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ আয়কর পরিশোধের দালিলিক প্রমানের সত্যায়িত ফটোকপি, প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সত্যায়িত সনদ (যদি থাকে), হালসনের কর প্রদান রশিদের সত্যায়িত ফটোকপি, ভ্যাট পরিশোধের দালিলিক প্রমানের সত্যায়িত ফটোকপি, স্থায়ী আমানত হিসাবের মূল রশিদ/এসডিপিএস/সঞ্চয়ী আমানত স্কীমের টাকা নগদায়নের ক্ষমতা সম্বলিত সমর্থন পত্র;
৬	গ্রামীন পরিবহন ঋণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি, সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রোড পারমিট নিতে হবে এবং তার সত্যায়িত কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে, গাড়ী ব্যাংকের নামে রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর তার মূল কপি, অটো রিক্সার সকল কাগজপত্র, হলফ নামা গ্রহন করতে হবে। আনসার সদস্যদের মটর সাইকেল ক্রয় ঋণে ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে;
৭	গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য যে কোন পরিমাণ ঋণ নিতে প্রস্তাবিত/নির্মানাধীন বাড়ী বন্ধক দিতে হবে;
৮	তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টরের ক্ষেত্রে জামানতি সম্পত্তির সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

১০। **চার্জ ডকুমেন্ট :**

১০.১	**ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সকল ঋণের জন্য কমন চার্জ ডকুমেন্ট :**
১	ডিপি নোট;
২	লেটার অব গ্যারান্টি;
৩	লেটার অব হাইপোথিকেশন;
৪	তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি (ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে উদ্যোক্তার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তির জমির দলিলপত্র জমা রাখা/বন্ধক দেয়ার ক্ষেত্রে);
৫	লেটার অব রিভাইভাল;
৬	আবেদনকারীর ক্ষমতা অর্পণ পত্র বা লেটার অব লিয়েন (কম্পিউটার ঋণ ব্যতীত);
৭	স্বামী/স্ত্রী (Spouse) এর জিম্মাদার পত্র;
৮	লেটার অব কন্টিনিউটি;
৯	যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ও পূরণকৃত মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেকসহ উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে কোন তফশীলী ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের ০২ (দুই) টি চেক (তবে, বেতনের বিপরীতে প্রদেয় ঋণগুলো এবং দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঋণের ক্ষেত্রে চেক নেয়ার প্রয়োজন নেই)।

চলমান পাতা-০৫

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

১০.২	**বিশেষ বিশেষ ঋণের জন্য চার্জ ডকুমেন্ট :**
১	এসএমই/কৃষিভিত্তিক চলতি মূলধন ঋণ লেটার অব ডিসক্লেইমার (ভাড়াকৃত দোকান/প্রকল্প/ব্যবসার ক্ষেত্রে);
২	পারসোনাল ঋণে আবেদনকারী যে অফিসে কর্মরত সেই অফিসের সমমর্যাদা সম্পন্ন বা একধাপ উপরের কর্মকর্তা/কর্মচারী গ্যারান্টি প্রদান করবেন। উক্ত গ্যারান্টি অবশ্যই সংশিণ্ডষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে এবং চাকুরীদাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এমপণ্ডয়ার্স সার্টিফিকেট, নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট ও বর্তমান স্যালারী সার্টিফিকেট গ্রহন করতে হবে;
৩	পারসোনাল লোনে ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার গ্রহন করতে হবে;
৪	প্রবাস গমণ ঋণের ক্ষেত্রে জামিনদারদের যে কোন এক জনের ব্যাংক সার্টিফিকেট ও স্বাক্ষরকৃত ৩টি চেক (ঢাকার ক্ষেত্রে MICR চেক) এবং ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। যদি কোন মাসে কিস্তি প্রদানের নির্ধারিত তারিখ সরকারী/সাপ্তাহিক ছুটির দিন হয় তবে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কর্মদিবসে কিস্তি আদায়যোগ্য হবে;
৫	ক্ষুদ্র ঋণে ডিপি নোট ও দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা গ্রহন করতে হবে।
৬	হিল ভিডিপি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী/ভাতা প্রদানকারী কর্মচারীর সুপারিশের ভিত্তিতে ঋণ বিতরণযোগ্য, মাসিক ভাতা থেকে কিস্ড়ি কর্তনের ক্ষমতা অর্পণপত্র, গ্রাহকের মাসিক ভাতা প্রদানকারী অফিস থেকে কিস্তির অর্থ নগদ/চেকের মাধ্যমে প্রদানের নিশ্চয়তাপত্র এবং ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তাপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ড্যান্ট এর নিকট থেকে নিতে হবে।

১১। **ঋণের জামানত (সকল ঋণের জন্য) :**

১১.১	**জামানতের সাধারণ বিষয়াবলী :**
১	**প্রাথমিক জামানত :** প্রকল্প/ব্যবসার যাবতীয় মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন থাকবে।
২	**সহজামানত :** ১) ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের বিপরীতে সহজামানতের প্রয়োজন নেই। তবে এ ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন একজন ব্যক্তির ঋণের বিপরীতে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে পরিশিষ্ট-'ক' অনুযায়ী ব্যক্তিগত গ্যারান্টি নিতে হবে; ২) ১.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব হতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী/গ্যারান্টি প্রদানকারীর (তৃতীয় পক্ষের) সম্পত্তির মূল দলিল/সকল পর্চার সার্টিফাইড কপি Memorandum of Deposit of Title Deed (পরিশিষ্ট-'খ') সম্পাদনপূর্বক ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং গ্যারান্টরের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহন করতে হবে; ৩) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক জামানতি সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকুলে রেজিষ্টার্ড বন্ধক দিতে হবে। জামানতি সম্পত্তির মূল দলিল/সকল পর্চার সার্টিফাইড কপি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে; ৪) আদালতের হস্তক্ষেপ/অনুমতি ব্যতীত বন্ধককৃত জমি বিক্রি করার ক্ষমতা ব্যাংকের অনুকূলে ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত একটি বিশেষ ধারা নিবন্ধিত দলিলে সংযোজন করতে হবে; ৫) ২.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণের ক্ষেত্রে জামানতি সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে আইন উপদেষ্টার মতামত নিতে হবে এবং ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণের ক্ষেত্রে আইনগত মতামত গ্রহনের পাশাপাশি বন্ধকী দলিল আইন উপদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে;
১১.২	**জামানতের অন্যান্য বিষয়াবলী :**
	১) কোন উদ্যোক্তার নিজের নামে সম্পত্তি না থাকলে অন্য কোন ব্যক্তির নামে সম্পত্তি থাকলে, সেই সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ প্রদান করা যাবে। এখানে তৃতীয় পক্ষ বলতে উদ্যোক্তার স্বামী/স্ত্রী (Spouse)/পিতা/মাতা/সন্তান/ভাই/বোন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত ও ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে; ২) ঋণ প্রদানকারী শাখার কমান্ড এরিয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজের নামে সম্পত্তি না থেকে অন্য কোন এলাকায় থাকলে, সেই সম্পত্তি জামানত রেখে উক্ত উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করা যাবে; ৩) যে সকল ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহন করা হয়, সে সকল ঋণের ক্ষেত্রে পল্লী এলাকায় জামানত হিসেবে বাস্তুভূমি (বসতবাড়ি) গ্রহন করা যাবে না। বাস্তু ভূমি (বসতবাড়ি) এর অর্থ বাসগৃহ ও ইহার অধিনস্থ ভূমিসহ এবং তদসংলগ্ন দখলভুক্ত কোন প্রাঙ্গন, পুকুর, প্রার্থনার স্থান, প্রাইভেট কবরস্থান কিংবা শশ্মান ভূমিসহ এবং বসতবাড়ি কিংবা কৃষি অথবা হর্টিকালচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বাহির বাড়ি বা গৃহ এবং সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দিভুক্ত জমি পতিত থাকুক বা না থাকুক ইহার আবাসভূমি (Homestead) অর্ন্তভুক্ত বলে গণ্য হবে; ৪) কোন ঋণ গ্রহীতা মূল দলিল ছাড়া ঋণ গ্রহন করে থাকলে এবং তাঁর লেনদেন সন্তোষজনক হলে পরবর্তীতে পূর্বের দফার সমপরিমান ঋণ গ্রহনে উক্ত ঋণগ্রহীতাকে মূল দলিল জমা দিতে হবে না এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের পরিবর্তে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করবেন। তবে, পরবর্তী দফায় পূর্বের চেয়ে বেশী ঋণ গ্রহন করলে ঋণগ্রহীতাকে মূল দলিল জমা দিতে হবে;

চলমান পাতা-০৬

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

১১.৩	**রেজিষ্টার্ড বন্ধক সম্পাদনের প্রক্রিয়া :** ১) ঋণ মঞ্জুরী পত্র পাওয়ার পর নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আইনজীবীর মাধ্যমে দুইটি দলিল এর মোসাবিদা সম্পন্ন করতে হবে: ❖ ঋণ মঞ্জুরীপত্র ; ❖ ঋণগ্রহীতার TIN সার্টিফিকেট ; ❖ আইনগত মতামত ; ❖ বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) দলিল প্রস্তুত করা । ২) বন্ধকী ও আমমোক্তারনামা দলিল এর মোসাবিদা সম্পন্ন হলে বন্ধকীর জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী ফি জমা প্রদান করে স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ ব্যাংকের একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে হবে: ❖ বন্ধকী ও আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) দলিল ; ❖ বন্ধকীর জন্য প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের রশিদ; ৩) বন্ধকী ও আমমোক্তারনামা দলিল সঠিক বিবেচনায় সাব-রেজিস্টার মহোদয় বন্ধকী সম্পন্ন করে একটি রশিদ প্রদান করবেন। উক্ত রশিদে দলিল নম্বর ও দলিল এর সিরিয়াল নম্বর উল্লেখ থাকবে। পরবর্তীতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে আবেদন করে মূল বন্ধকী দলিল সংগ্রহপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার ঋণ নথিতে সংরক্ষন করতে হবে।

১২। অন্যান্য শর্তাবলী :

ঋণের প্রোডাক্ট ভিত্তিক অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১	একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ ও পারসোনাল ঋণ (ক উপানুচ্ছেদের ১.১), ১.২), ১.৩) ১.৪) অঙ্গীভূত ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে)	১) কোন কর্মচারী কোন কারণে সংশিণ্টষ্ট অফিসে কর্মরত না থাকলে এককালীন সুদসহ সমুদয় ঋণ পরিশোধ করবেন; ২) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন কর্মচারী ঋণ অপরিশোধিত থাকা অবস্থায় অন্য কর্মস্থলে বদলী হলে তাঁর এলপিসিতে ঋণের অনাদায়ী কিস্ড়ির সংখ্যা ও টাকার পরিমান উলেণ্টখ করে মাসিক বেতন হতে উক্ত টাকা কর্তন করে সংশিণ্টষ্ট শাখায় ডিডির মাধ্যমে প্রেরন করতে পারবেন। বিষয়টি সংশিণ্টষ্ট অফিস প্রধান সংশিণ্টষ্ট ব্যাংককে নিশ্চিত করবেন এবং যে কর্মস্থলে বদলী হবেন সে কর্মস্থলে সংশিণ্টষ্ট অফিস প্রধান এর মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য থাকবেন; ৩) কোন গ্রাহক নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে সমূদয় ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে পরিশোধের সময়কাল পর্যন্ড় প্রচলিত নিয়মে পাওনা সুদ আদায় করে ঋণ সমন্বয় করা যাবে; ৪) ব্যাটালিয়ন আনসারদের মাসিক বেতন বিল হতে কিস্ড়ির টাকা কর্তন করে ব্যাটালিয়ন কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের সংশিণ্টষ্ট শাখায় পরিশোধ করার ব্যবস্থা নিবেন; ৫) ঋণ গ্রহণকারীর মৃত্যু বা বরখাস্ড় বা চাকুরীচ্যুতির ক্ষেত্রে আনসার ও ভিডিপি ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত পিএফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির বিপরীতে প্রদত্ত লিয়েনের শর্তানুযায়ী কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা নিবেন। অবিবাহিত ব্যাক্তির বেলায় তিনি পিএফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির জন্য যাকে নমিনি মনোনিত করেছেন তার গ্যারান্টি নিতে হবে; ৬) সুদের হার পরিবর্তনের ফলে ঋণের কিস্ড়ি পরিশোধের পর ঋণের বিপরীতে অনাদায়ী পাওনা থেকে গেলে তা গ্রাহককে এককালীণ পরিশোধ করতে হবে; ৭) কোন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য তার সদর দপ্তরের বাইরে সংযুক্ত কর্মস্থলের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে নিকটস্থ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে ঋণ গ্রহন করতে পারবেন। ৮) আনসার ও ভিডিপি কর্তৃপক্ষের নিকট সকল আনসারদের ডাটা বেইজ তৈরী করার ফলে প্রত্যেকের একটি পিন/আইডি নাম্বার থাকে। ঋণ বিতরণের পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপককে উক্ত কপির ফটোকপি গ্রহন পূর্বক আইডি নম্বর সার্চ করে এর সত্যতা যাচাই করতে হবে; ৯) ঋণ বিতরণকারী শাখার ব্যবস্থাপক ঋণগ্রহীতার ঋণ নথি ২(দুই) প্রস্থ প্রস্তুত করে ঋণ বিতরণ শেষে ঋণগ্রহীতার ঋণ নথি ইনডেক্সিং করে লেনদেন শীটসহ সংশিণ্টষ্ট সদর দপ্তরের নিকটস্থ শাখায় প্রেরণ করবে। পাশাপাশি বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি শাখায় স্থানান্ড়রের নিমিত্তে ডেবিট এডভাইস প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগে প্রেরণ করবেন। এডভাইসের সাথে ঋণ গ্রহীতার নাম, পদবী, কর্মস্থল, অনাদায়ী ঋণ স্থিতির বিবরণী প্রস্তুত পূর্বক যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে সংযুক্ত করতে হবে এবং উক্ত বিবরণীর একটি কপি তাৎক্ষণিকভাবে সদর দপ্তর সংশিণ্টষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন। হিসাব বিভাগ ডেবিট অ্যাডভাইসের মাধ্যমে আউটষ্ট্যান্ডিং স্থানান্ড়র করবে। ডেবিট অ্যাডভাইস প্রাপ্তির পর সদর দপ্তর সংশিণ্টষ্ট শাখাকে প্রতিটি ঋণগ্রহীতার লেনদেন শীট ও ঋণ নথি মিলিয়ে ঋণের বিস্ড়ারিত তথ্য উলেণ্টখপূর্বক ঋণ খতিয়ানে পোষ্টিং দিতে হবে। অতঃপর মাসিক বেতন হতে কিস্ড়ি কর্তনের অঙ্গীকারনামাসহ সংশিণ্টষ্ট ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের বেতন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে মাসিক কিস্ড়ি আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

চলমান পাতা-০৭

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

২	একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ	১) কোন ঋণগ্রহীতা তাঁর গৃহীত ঋণ বিদ্যমান রেখে পুনরায় অতিরিক্ত ঋণ নিতে চাইলে, তিনি বর্ধিত ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নতুন ঋণ মঞ্জুরীর পর তা বিতরণকালে পূর্বের ঋণের সুদসহ সমূদয় পাওনা সমন্বয় করে অবশিষ্ট টাকা (যদি থাকে) তাঁকে প্রদান করতে হবে; **ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের :** ২) ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন শিক্ষক-কর্মচারী ঋণ অপরিশোধিত থাকা অবস্থায় চাকুরী ত্যাগ করলে প্রচলিত নিয়মে পাওনা সুদ ও বাকি আসলসহ সমুদয় টাকা অফিস প্রধান/নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা এর মাধ্যমে এক কালীন পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য থাকবেন; ৩) শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল হতে কিস্তির টাকা কর্তন করে অধ্যক্ষ/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের সংশিণ্টষ্ট শাখায় পরিশোধ করার ব্যবস্থা নিবেন এবং ঋণ আবেদন ফরমে গ্যারান্টার হিসাবে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে স্বাক্ষর করতে হবে এবং মাসিক কিস্তিতে নিয়মিত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে; **হিল ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি (হিল ভিডিপি) :** ৪) ঋণ বিতরণ এলাকা ঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য এলাকা; ৫) ঋণ আবেদন ফরমের মূল্য ১০০/-(একশত) টাকা; ৬) মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম (Death risk coveragescheme) এ চাঁদার পরিমাণ প্রতিবার ঋণ বিতরণের সময় উদ্যোক্তার নিকট হতে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এ প্রতি হাজার টাকা ঋণের জন্য ০৫ (পাঁচ) টাকা চাঁদা নিতে হবে, তবে সর্বনিম্ন চাঁদার হবে ১০০/-(একশত) টাকা, ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় কোন সদস্যের মৃত্যু হলে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এর আওতায় তাঁর অনাদায়ী ঋণ সমন্বয় করতে হবে, গ্রাহকের মৃত্যুর তারিখ হতে আর কোন সুদ ধার্য করা যাবে না; ৭) ঋণ গ্রহণকারীর মৃত্যু বা বরখাস্ড় বা চাকুরীচ্যুতির ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের পন্থা: যেহেতু হিল ভিডিপিগণ ব্যাটালিয়ন আনসারদের ন্যায় বেতন বা চাকুরী শেষে পেনশন, পিএফ, গ্রাচুইটি বা অন্য কোন এককালীন অর্থ সরকার কর্তৃক প্রাপ্য হবেন না, সেহেতু তাঁদের মৃত্যু হলে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমের আওতায় তাঁদের অনাদায়ী ঋণ সমন্বয় করতে হবে। গ্রাহকের মৃত্যুর তারিখের পর আর কোন সুদ ধার্য করা যাবে না, সংগঠন হতে কোন গ্রাহক ঋণ অপরিশোধিত থাকা অবস্থায় বরখাস্ড় বা চাকুরীচ্যুতি হলে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারী তাঁদের ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন;
৩	ক্ষুদ্র ঋণ	১) প্রতিটি গ্রাম বা পাড়া বা মহল- ায় সর্বাধিক ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি সেন্টার বা কেন্দ্র গঠন করে গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। সেন্টার গঠন না হওয়া পর্যন্ড় গ্রুপ সদস্যগণকে ঋণ বিতরণ করা যাবে না। তবে গ্রুপের বাইরে এককভাবেও ঋণ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ঋণের আবেদন ফরমসহ বিদ্যমান ডকুমেন্টগুলোতে গ্রুপের অন্যান্য সদস্য/গ্রুপ লিডার/সেন্টার লিডারদের স্বাক্ষর নেয়ার প্রয়োজন নেই; ২)প্রতিটি ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা, রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প, ডি, পি নোট গ্রহন করতে হবে; ৩)ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত পাশ বইয়ে ঋণ গ্রহীতার ছবি ও স্বাক্ষর এবং ব্যাংক কর্মকর্তার ও শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর থাকবে;
৪	এসএমই ঋণ	এসএমই ঋণের নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতা অনুরোধ জানালে ২৩ তম মাসে ঋণ নবায়নের আবেদন পত্র নিতে হবে যাতে করে ২৪ তম মাসে উহা নবায়ন করা যাবে। এ বিষয়ে এসএমই ঋণের বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ অনুসরণীয় হবে;
৫	পারসোনাল লোন	১) ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ড় ক্রয়কৃত ভোগ্যপন্যসামগ্রী গ্রাহক বিক্রয়/হস্ড়ান্ড়র করতে পারবেন না এবং ক্রয়কৃত সামগ্রীর প্রয়োজনীয় লাইসেন্স খরচ, রেজিষ্ট্রেশন খরচ, বীমা খরচ, মেরামত ও সংরক্ষন ইত্যাদি গ্রাহককে বহন করতে হবে; ২) ভোগ্যপন্য সামগ্রী গ্রাহক নিজে বা তার পরিবারের অন্যরা ব্যবহার করবেন। কোন অবস্থায় কোনভাবেই উক্ত সামগ্রী অন্য কাহাকেও ভাড়ায় প্রদান বা তাঁর দখল স্থানান্ড়র করতে পারবেন না; ৩) ক্রয়কৃত সামগ্রী গ্রাহককে যথাযথ যত্নসহকারে ব্যবহার করতে হবে এবং তাঁর কর্তৃত্বাধীন থাকা অবস্থায় তাঁর অসাবধনতা,অবহেলা বা অদক্ষ ব্যবহারজনিত কারনে উক্ত সামগ্রীর কোন ক্ষতি সাধিত হলে তার ক্ষতিপূরনের জন্য সংশিণ্টষ্ট গ্রাহক বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে উক্ত সামগ্রী সম্পুর্নরূপে ধ্বংস হলে বা মেরামতের অযোগ্য হলে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা সুদসহ অনতিবিলম্বে পরিশোধ করতে গ্রাহক বাধ্য থাকবেন; ৪) গ্রাহককে প্রদত্ত সামগ্রী সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা প্রয়োজনে ব্যাংকের প্রতিনিধি পরিদর্শন করে যাচাই করে দেখতে পারবে এবং গ্রাহক তার কর্মক্ষেত্র বা বাসস্থান পরিবর্তন করার সাথে সাথে নূতন কর্মস্থল বা বাসস্থানের ঠিকানা ব্যাংক শাখাকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবেন;

চলমান পাতা-০৮

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

৬	গ্রামীণ পরিবহন (অটোরিক্সা/ থ্রি হুলার) ঋণ	১) গাড়ীটি সাধারণ বীমা করপোরেশন (অথবা AAA+ক্রেডিট রেটিং প্রাপ্ত বেসরকারী বীমা কোম্পানী) এর নিকট ব্যাংক ও উদ্যোক্তা এর যৌথনামে বীমা করতে হবে। ঋণগ্রহীতা অটোরিক্সা ট্রায়াল দেয়ার পর উহা সুষ্ঠুভাবে চলছে এ মর্মে সনদপত্র দেয়ার পর সরবরাহকারীকে বিলের সমুদয় টাকা ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে; ২) অটোরিক্সা/থ্রি-হুইলারটি ব্যাংকের নামে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যার মূল কপি ব্যাংকে জমা থাকবে। ফটোকপি ঋণ গ্রহীতাকে (এর গায়ে লিখে দিতে হবে মূল কপি ব্যাংকে রক্ষিত আছে) প্রদান করতে হবে; ৩)অটোরিক্সা/থ্রি-হুইলার এর আমদানীকারক বা ডিস্ট্রিবিউটর বা অনুমোদিত ডিলার। কোম্পানি কর্তৃক কমপক্ষে ০১ (এক) বছর গ্যারান্টি দিতে হবে। তবে, গ্যারান্টি ০১ (এক) বছরের বেশী দিতে পারলে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। দলিলায়নের পর অটোরিক্সা/ থ্রিহুইলার (সিএনজি/পেট্রোল/ডিজেলচালিত) সরবরাহকারীর অনুকুলে অনুমোদিত ব্যাংকের ক্রস্ড চেকের মাধ্যমে টাকা প্রদান করতে হবে। সরবরাহকারীকে সরবরাহ আদেশ দেয়ার পর সরবরাহকারী অটোরিক্সা প্রাপ্তি স্বীকার নিয়ে সরবরাহ করবে। তাছাড়া অটোরিক্সা/থ্রিহুইলার (সিএনজি/পেট্রোল/ ডিজেলচালিত) এর ক্যাশ মেমো আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নামে করতে হবে; ৪) গ্রামীণ পরিবহন ঋণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি, সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রোড পারমিট নিতে হবে এবং তার সত্যায়িত কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে, গাড়ী ব্যাংকের নামে রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর তার মূল কপি, অটো রিক্সার সকল কাগজপত্র, হলফ নামা গ্রহন করতে হবে; ৫) গ্রামীণ পরিবহণ ঋণের ক্ষেত্রে দরপত্রের কপি জমা দিতে হবে;
৭	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ঋণ	১) যে সকল ঋণগ্রহীতাগণ অত্র ব্যাংক থেকে অন্য খাতে ঋণ গ্রহন করেছেন তাদের গৃহীত ঋণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে। তাছাড়া, ''গবাদী পশু ও গাভী পালন ঋণ" এবং ''দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম" এর আওতায় যারা ঋণ গ্রহন করেছেন, সে সকল ঋণ গ্রহীতাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ঋণ প্রদান করা যাবে; ২) ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণে অর্জিত সম্পদ গ্রাহক বিক্রয়/হস্তান্তর করতে পারবেন না (এ শর্ত সৌর বিদ্যুৎ ঋণের প্রযোজ্য হবে); ৩) ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করতে হবে;
৮	সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন" ঋণ	১) যে সকল ঋণগ্রহীতা অত্র ব্যাংক থেকে একাধিকবার ঋণ গ্রহণ করে যথানিয়মে ঋণ পরিশোধ করেছেন, তাঁরাও অন্যান্য ঋণের পাশাপাশি এ ঋণ গ্রহন করতে পারবেন। তবে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ঋণগ্রহিতাকে একাধিক ঋণ প্রদান করা যাবে না; ২) IDCOL (Infrastructures Development Company Limited) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয়ের নিমিত্বে (সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানের প্যাকেজ ভিত্তিক) দরপত্র সংযুক্ত করতে হবে; ৩)ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করা যাবে না। সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠানকে চেক/ডিডি/পে অর্ডারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হবে; ৪)ঋণগ্রহীতার চাকুরীচ্যুতি হলে যদি ঋণগ্রহীতা অবিবাহিত হয় সে ক্ষেত্রে পরিবারের যে কোন নির্ভরশীল ব্যক্তিকে জামিনদার হিসাবে রাখতে হবে। অবিবাহিত ব্যাক্তির বেলায় তিনি মৃত্যুজনিত বীমায় যাকে নমিনি মনোনিত করেছেন তার গ্যারান্টি নিতে হবে;
৯	প্রবাস গমণ ঋণ	ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট/আকামা/ মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং বিমান টিকেট/টিকেট সিডিউল এর সত্যায়িত কপি, শারীরিক যোগ্যতার সার্টিফিকেট, অভিবাসন ব্যয়ের বিবরণী, ভিসার যথার্থতা বিষয়ে বিএমইটি/বোয়েসেলের প্রত্যায়ন, কর্ম অভিজ্ঞতার স্বপক্ষে সনদ, যে এজেন্সীর মাধ্যমে বিদেশে যাবে সে এজেন্সীর প্রত্যয়ন, স্থানীয় ভাষায় অনুবাদকৃত ভিসার কপি (প্রয়োজন সাপেক্ষে)। একক ভিসা হলে দূতাবাস/কনস্যুলার অফিস কর্তৃক সত্যায়িত।
১০	মৎস্য চাষ (চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ) ঋণ	১) মৎস্য চাষ (চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ) ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর। এ ঋণের গ্রেস পিরিয়ড হবে ৯ (নয়) মাস। ঋণ উত্তোলনের তারিখ থেকে ৯ মাস পর ৩টি মাসিক কিস্তিতে সুদসহ সমুদয় ঋণ পরিশোধযোগ্য হবে। ঋণ পরিশোধের ৫ (পাঁচ) দিন পর পুনরায় ঋণগ্রহীতা একই পরিমাণ ঋণ পরবর্তী ১ বছরের জন্য গ্রহণ করতে পারবে। ঋণটি নবায়নের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের এখতিয়াভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে ঋণ প্রস্তাব করার প্রয়োজন হবে না। এভাবে ১ বছরের চক্রে ০২ বছর পর্যন্ত ঋণটি চালু থাকবে। ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে দৈনিক প্রোডাক্টের ভিত্তিতে আসল এবং সুদ আদায় করতে হবে। ০২ বছর অতিক্রান্ত হলেই কেবল ঋণটি বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করা যাবে; ২) এ খাতে ঋণ গ্রহনে নিজস্ব বা চুক্তিতে আবেদনকৃত টাকার ৩০% মূল্যের পুকুর থাকতে হবে, মাছ চাষের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে, মাছ ধরার ও মাছের খাবারের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম থাকতে হবে;

চলমান পাতা-০৯

বিষয় : <u>সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।</u>

১১	গবাদী পশু ও গাভী পালন ঋণ	এ খাতে ঋণ গ্রহনে আধা-পাকা উপরে খোলা উন্মুক্ত স্থানে আলো বাতাস পূর্ন এলাকা নির্দিষ্ট মাপের গোসালা থাকতে হবে; গোবর এবং খাদ্য বর্জ্য আলাদাভাবে রাখার জন্য উপযুক্ত স্থান থাকতে হবে; খাবার উপযোগী ও খাবার সংরক্ষন এবং টিউবয়েলের সংস্থান থাকতে হবে যার মাধ্যমে গোসালাসহ আশপাশের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, খামার পর্যায়ে বায়ো-স্লারী তৈরীতে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
১২	গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ	ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। এ ঋণের মেয়াদকাল হবে ২ বছর। তবে, প্রতি ১ বছর অন্তর ঋণের সুদসহ সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ শেষে পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যাবে। ঈদুল আযহার সময়ে ঋণের টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
১৩	পোল্ট্রী (ব্রয়লার/ লেয়ার) ঋণ	ব্রয়লার ঋণের মেয়াদকাল হবে ২ বছর। প্রতি ৪৫ দিন পর পর ১৬টি সম-কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। অন্যদিকে, লেয়ার ঋণের ক্ষেত্রে ন্যুনতম ০৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ১৮-৩৬ মাসে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
১৪	কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ	কৃষি যন্ত্রপাতির নাম ঃ (১) পাওয়ার ট্রিলার, (২) ট্রাক্টর, (৩) ধান রোপনের মেশিন, (৪) ধান/গম/ভুট্টা মাড়াইয়ের মেশিন, (৫) ধান/গম/জব/ভুট্টা কাটার মেশিন, (৬) বাদামের খোসা ছাড়ানোর মেশিন, (৭) চা তৈরীর মেশিন, (৮) নিড়ানী যন্ত্র, (৯) শ্যালো মেশিন এবং (১০) ইলেকট্রিক মটর ইত্যাদি।
১৫	হালকা যানবাহন	১) গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পুরনো গাড়ী গ্রহনযোগ্য হবে না। তবে রিকন্ডিশন গাড়ীর ক্ষেত্রে গাড়ীর মডেল ঋণ গ্রহনের তারিখ থেকে অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত হলে গ্রহনযোগ্য হবে; ২)গাড়ীটি ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতার যৌথ নামে রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। যার মূল কপি ব্যাংকে জমা থাকবে এবং ফটোকপি ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করতে হবে; ৩) গাড়ীটি সাধারণ বীমা করপোরেশন/বেসরকারী বীমা কোম্পানী এর নিকট হতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার যৌথনামে বীমা করতে হবে এবং ব্যাংকের একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থেকে গাড়ী ডেলিভারী গ্রহন নিশ্চিত করতে হবে; ৪) গাড়ীর গায়ে ''অর্থায়নে, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক" কথাগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে; ৫) ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করা যাবে না। ইকুইটি বা ঋণগ্রহীতার নিজস্ব মার্জিনের টাকা পূর্বেই তিনি ব্যাংকে প্রদেয় খাতে জমা করবেন। ঋণ মঞ্জুরীর পর প্রদেয় খাতের টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করে গাড়ীর মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক/পে-অর্ডার/ডিডি এর মাধ্যমে সরাসরি গাড়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কমিশন ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে; ৬) গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন ও বীমাসহ অন্যান্য সকল খরচ ঋণগ্রহীতাকে বহন করতে হবে; ৭)হালকা যানবাহন খাতে ফোর-হুইলার (মাইক্রোবাস/কার/পিক-আপ/কাভার্ড ভ্যান/মিনি বাস/মিনি ট্রাক ইত্যাদি) ক্রয় ঋণ; ৮) ন্যুনতম ৫০০/-(পাঁচশত) টাকার একটি এসডিপিএস হিসাব পরিচালনা করতে হবে;
১৬	নগদ ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট)	১)ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক জামানত হিসেবে তফশীলী ব্যাংকের যে হিসাবের ০২ (দুই) টি চেক প্রদান করা হবে, সেই হিসাবে সংশ্লিষ্ট শাখার সার্ভিসিং ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে; ২)ব্যাংকিং লেনদেন চলাকালীন সময়ে উদ্যোক্তা তার সি সি হিসাবে দৈনিক এক বা একাধিক বার টাকা জমা দিতে পারবেন কিন্তু মাসে ৪ বারের অধিক টাকা উত্তোলন করতে পারবেন না। ঋণ হিসাবের এক বছরের ক্রেডিট সামেশন (সকল জমাকৃত টাকার যোগফল) মঞ্জুরীকৃত ঋণের কমপক্ষে ৩ গুন হওয়া বাঞ্চনীয়। অন্যথায়, এটিকে অসন্তোষজনক লেনদেন হিসাবে বিবেচনা করা হবে;
১৭	কম্পিউটার ঋণ	১)যে কোন উন্নত ও ভাল ব্যান্ডের কম্পিউটার সরবরাহকারী/আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান/ ঐ ব্যান্ডের ডিলারের নিকট থেকে ক্রয়ের নিমিত্তে প্যাকেজ ভিত্তিক দরপত্র সংযুক্ত করতে হবে এবং ব্যবসায়িক (ট্রেড) লাইসেন্স (বানিজ্যিক ভিত্তিক পরিচালনার ক্ষেত্রে); ২)ঋণগ্রহীতাকে ঋণের টাকা নগদে প্রদান করা যাবে না। কম্পিউটার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে চেক/ডিডি/পে অর্ডারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হবে; ৩)এ ঋণের প্যাকেজে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস এবং এন্ট্রিভাইরাস সফটওয়ার অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
১৮	আনসার সদস্যদের মটর সাইকেল ক্রয় ঋণ	মটর সাইকেলের পেছনে দুইটি হেলমেট রাখার বক্স থাকতে হবে এবং মটর সাইকেল ব্যাংক এবং ঋণগ্রহীতার যৌথ নামে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

চলমান পাতা-১০

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

১৯	কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ	কৃষি যন্ত্রপাতির নাম : পাওয়ার ট্রিলার, ট্রাক্টর, ধান রোপনের মেশিন, ধান/গম/ভুট্টা মাড়াইয়ের মেশিন, ধান/গম/জব/ভুট্টা কাটার মেশিন, বাদামের খোসা ছাড়ানোর মেশিন, চা তৈরীর মেশিন, নিড়ানী যন্ত্র, শ্যালো মেশিন, ইলেকট্রিক মটর ইত্যাদি।
২০	বেতনের বিপরীতে প্রদেয় ঋণ	একটি বাড়ী একটি খামার, পারসোনাল, অঙ্গীভুত, আনসার সদস্যদের মটর সাইকেল ক্রয়, আনসার অফিসার হোম লোন, আনসার/ভিডিপি সদস্য হোম লোন ইত্যাদি বেতনের বিপরীতে প্রদেয় খাতসমূহে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার মূল বেতনের এক-তৃতীয়াংশ টেক হোম পে থাকতে হবে। টেক-হোম পে নির্ধারণে অন্যান্য ভাতা গ্রহনযোগ্য হবে না।
২১	ক্ষুদ্র ঋণ	১) ৪০ সপ্তাহ পার হলে উদ্যোক্তা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ঋণ গ্রহন করতে পারবেন; ২) গ্রুপের বাইরে এককভাবে ঋণ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ঋণের আবেদন ফরমসহ বিদ্যমান ডকুমেন্টগুলোতে গ্রুপের অন্যান্য সদস্য/গ্রুপ লিডার/সেন্টার লিডারদের স্বাক্ষর নেয়ার প্রয়োজন নেই;
২২	আনসার অফিসার হোম লোন	বাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড, পি.আর.এল/এল.পি.আর এ গেলে ৬০% ঋণ গ্রাচুইটি থেকে অবশিষ্ট ৪০% মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।
২৩	অঙ্গীভূত আনসার ঋণ	১)কোন অঙ্গীভূত আনসারের অঙ্গীভূতকালীন চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ (তিন)মাস পূর্বে যেন ঋণের মেয়াদ শেষ হয় সেভাবে মঞ্জুরী পত্রে (চাকুরীর মেয়াদকাল বিবেচনায় যার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হবে) শর্ত আরোপ করতে হবে। ২) যে এলাকায় চাকুরীরত সে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করবেন।
২৪	''Ansar VDP Alo-by Solaric (AVAS) প্রকল্প এর মাধ্যমে M-IPS স্থাপন" ঋণ	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং Solar Intercontinental (Solaric) Limited এর সাথে ''ত্রিপক্ষীয় সেবা চুক্তি" (Tri-party Service Agreement) এবং গত ১৭-০১-২০১৮ তারিখের অপারেশন সার্কুলার নং-০১/২০১৮ ও ২৮-০২-২০১৮ তারিখের অপারেশন সার্কুলার নং-০৭/২০১৮ এবং তৎপরবর্তীতে জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী পরিচালিত ''Ansar VDP Alo-by Solaric (AVAS) প্রকল্প এর মাধ্যমে M-IPS স্থাপন" ঋণ খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।
২৫	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ২০০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" ঋণ।	**১. এ ঋণ নিম্নোক্ত ২২টি খাতে প্রদান করা হয় :**

ক্রম	খাতের নাম	ক্রম	খাতের নাম
১	গবাদী পশু ও গাভী পালন;	১২	নার্সারী প্রকল্প;
২	দুগ্ধ খামার;	১৩	উদ্যান প্রকল্প;
৩	গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ;	১৪	শাক-সবজী উৎপাদন;
৪	মহিষ ক্রয়;	১৫	ফলমূল উৎপাদন;
৫	পোল্ট্রি (ব্রয়লার/লেয়ার) খামার স্থাপন;	১৬	কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ;
৬	হাঁস পালন;	১৭	গ্রামীণ পরিবহন;
৭	পুকুরে মৎস্য চাষ;	১৮	সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
৮	মৎস্য হ্যাচারী প্রকল্প;	১৯	কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পে চলতি মূলধন;
৯	চিংড়ী চাষ;	২০	কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়;
১০	মৌমাছি পালন;	২১	মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়;
১১	মৎস্য ও পশু সম্পদের খাদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়;	২২	আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প

২. ঋণ বিতরণ পদ্ধতি :

১. অত্র কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ অনুযায়ী যথাসময়ে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে;

২. ঋণ গ্রহীতাকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ অত্র ব্যাংকে পরিচালিত ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

চলমান পাতা-১১

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

২৫	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ২০০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী" ঋণ।	৩) **ঋণের আবেদন ফরম :** স্বল্প মেয়াদী ও মধ্যম মেয়াদী উভয় ঋণের ক্ষেত্রে অভিন্ন ঋণ আবেদন ফরম (এফ-৩৯) ব্যবহার করতে হবে। ঋণ আবেদন ফরমের মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০১ অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করতে হবে :

ক্রঃ নং	ঋণের সিলিং	ঋণের আবেদন ফরমের মূল্য
১	৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০০/-
২	৩.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ	২০০/-

৪) **অন্যান্য শর্তাবলী** :

১) কোন অবস্থাতেই বিদ্যমান কোন ঋণ সমন্বয়ের জন্য এ ঋণের অর্থ ব্যবহার করা যাবে না;
২) মৎস্য খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে হবে :

১. ঋণের পরিমাণ;
২. ঋণ বিতরণকাল;
৩. ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচী;

৩) গবাদী পশু খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;
৪) যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণটি পরিচালিত হবে, সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে এবং ঋণের সদ্ব্যবহার ১০০% নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় শাখা ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন;
৫) সাধারণভাবে কোন উদ্যোক্তা একটি ঋণ বিদ্যমান রেখে আরো একটি ঋণ গ্রহন করতে পারবেন না,
তবে :
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্থায়ীভাবে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এ ব্যাংকের চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পূর্বের ঋণের কিস্তি পরিশোধ আপডেট থাকা সাপেক্ষে একটি বাড়ী একটি খামার/পারসোনাল লোন এর পাশাপাশি বায়োগ্যাস/সৌরবিদ্যুৎ ঋণ পাবেন;
৬) কৃষিভিত্তিক শিল্পে চলতি মূলধন/আনসার প্রণোদনা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প/গরু মোটতাজাকরন ঋণ/মৎস্য চাষ ঋণ/গবাদী পশু ও গাভী পালন/পোল্ট্রি ইত্যাদি প্রকল্প ঋণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে :

১. প্রকল্প পরিচালনায় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে;
২. সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে পেশাদারী/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;
৩. ঋণ ব্যবহারের যোগ্যতা সহ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও আর্থিক আচরণে সুনামের অধিকারী হতে হবে; এবং

প্রোফাইল আকারে প্রকল্পের আয়-ব্যয় এবং সম্পদ-দায়ের বিবরণী দিতে হবে;
৭) পোল্ট্রি (ব্রয়লার ও লেয়ার) ঋণ/আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;
৮) প্রকল্প ঋণসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঋণগ্রহীতার নিকট হতে দাখিলকরণ নিশ্চিত করতে হবে :

১. আয়কর পরিশোধের দালিলিক প্রমানের সত্যায়িত ফটোকপি;
২. প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সত্যায়িত সনদ (যদি থাকে);
৩. হালসনের কর প্রদান রশিদের সত্যায়িত ফটোকপি;
৪. ভ্যাট পরিশোধের দালিলিক প্রমানের সত্যায়িত ফটোকপি;
৫. স্থায়ী আমানত হিসাবের মূল রশিদ/এসডিপিএস/সঞ্চয়ী আমানত স্কীমের টাকা নগদায়নের ক্ষমতা সম্বলিত সমর্থন পত্র;
৬. লেটার অব ডিসক্লেইমার (ভাড়াকৃত দোকান/প্রকল্প/ব্যবসার ক্ষেত্রে);

এছাড়া ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন সুচারুভাবে করতে হবে, যাতে কিস্তি খেলাপী না হয়;

চলমান পাতা-১২

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

১৩। **খাত ভিত্তিক ঋণের সীমা, মেয়াদ, সুদের হার, অন্যান্য সুদ/চার্জ ও ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :**

ক্রঃ নং	ঋণ খাতের নাম	ঋণ সীমা	মেয়াদ	সুদের হার	অন্যান্য সুদ/চার্জ	পরিশোধ পদ্ধতি
১.	ক্ষুদ্র ঋণ	সর্বোচ্চ ০.৫০ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ১ বছর	ফ্ল্যাট রেটে ১৪%	প্রযোজ্য নয়	৫০টি সাপ্তাহিক কিস্তি
২.	এসএমই ঋণ	সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা	৩০ মাস মেয়াদী	দৈনিক প্রোডাক্ট এর ভিত্তিতে ১৪%	প্রযোজ্য নয়	মাসিক কিস্তি
৩.	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং অত্র ব্যাংকের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ	৩০ মাসের মূল বেতনের সমান (এক-তৃতীয়াংশ টেক হোম পে রাখা সাপেক্ষে)	ঋণের মেয়াদ হবে ৫ বছর বা ৬০টি মাসিক কিস্তি। তবে, উদ্যোক্তার পি.আর.এল/এল. পি.আরসহ চাকুরীর মেয়াদ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর থাকতে হবে।	দৈনিক প্রোডাক্ট এর ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
৪.	অস্থায়ী ব্যাটায়িন আনসারদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ	চাকুরীর মেয়াদকাল ১ বছর ও তদুর্ধ কিন্তু ৩ বছরের কম হলে ঋণসীমা সর্বোচ্চ ১.০০ লক্ষ টাকা এবং চাকুরীর মেয়াদকাল ৩ বছর ও তদুর্ধ হলে ঋণসীমা সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা হবে।	১ থেকে ৩ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
৫.	ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ	আনসারদের সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার আনসার ভিডিপি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের ১২ মাসের মূল বেতন অথবা ১.৫০ লক্ষ এর মধ্যে যেটি কম	১ থেকে ৩ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
৬.	হিল আনসারদের একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ	সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা	সর্বোচ্চ মেয়াদ ৩৬ মাস	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
৭.	পার্সোনাল লোন	১৮ মাসের মূল বেতনের সমান	ঋণের মেয়াদ হবে ৫ বছর। তবে, উদ্যোক্তার এল.পি. আরসহ চাকুরীর মেয়াদ ন্যূনতম ৫ বছর থাকতে হবে।	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
৮.	গ্রামীণ পরিবহন (থ্রি-হুইলার) ঋণ	নির্ধারিত মূল্যের ৭০% পর্যন্ত	সর্বোচ্চ ৩ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১১%, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২% সুদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সুপারভিশন চার্জ প্রযোজ্য নয়	১৫০টি সাপ্তাহিক কিস্তি
৯.	উত্তরণ ঋণ	সঞ্চয়ের দ্বিগুন, তবে সর্বনিম্ন ০.৫০ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১.০০ লক্ষ টাকা	১ বছর	ফ্ল্যাট রেটে ১৩%	প্রযোজ্য নয়	মাসিক কিস্তি
১০.	অঙ্গীভূত (Embodied) ঋণ	সর্বোচ্চ ০.৭৫ লক্ষ টাকা। তবে এক-তৃতীয়াংশ টেক-হোম পে থাকতে হবে।	ঋণের মেয়াদ হবে অঙ্গীভুত আনসারদের চাকুরীর মেয়াদ পর্যন্ত।	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
১১.	সৌর-বিদ্যুৎ স্থাপন ঋণ	সর্বোচ্চ ০.৫০ লক্ষ টাকা	২ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
১২.	বায়োগ্যাস পণ্ড্যান্ট ঋণ	সর্বোচ্চ ০.৫০ লক্ষ টাকা	২ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২% খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি

চলমান পাতা-১৩

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

ক্রঃ নং	ঋণ খাতের নাম	ঋণ সীমা	মেয়াদ	সুদের হার	অন্যান্য সুদ/চার্জ	পরিশোধ পদ্ধতি
১৩.	প্রবাস গমণ ঋণ	দেশভেদে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় এর সমপরিমাণ, তবে ২.০০ লক্ষ টাকার অধিক নহে	সর্বোচ্চ ১ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১১%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২%	মাসিক কিস্তি
১৪.	কম্পিউটার ঋণ	সর্বোচ্চ ০.৭৫ লক্ষ টাকা	১৮ মাস	ফ্ল্যাট রেটে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত সুদ ২%	মাসিক কিস্ড়ি
১৫.	নারী কর্মসৃজন ঋণ	সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা (নিজস্ব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলের আওতায় উভয় ক্ষেত্রেই)	১৮ মাস	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১০%, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৯%	খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর ২% অতিরিক্ত সুদ	মাসিক কিস্তি
১৬.	গবাদী পশু ও গাভী পালন ঋণ	নিজস্ব তহবিলে সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা	১ থেকে ৩ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১১%, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২% সুদ। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সুপারভিশন চার্জ প্রযোজ্য নয়	মাসিক কিস্তি
১৭.	কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পে চলতি মূলধন ঋণ	সর্বোচ্চ ১.০০ লক্ষ টাকা	১৮ মাস	ফ্ল্যাট রেটে ৯%	প্রযোজ্য নয়	মাসিক কিস্তি
১৮.	আনসার সদস্য মটর সাইকেল ক্রয় ঋণ	সর্বোচ্চ ১.৭৫ লক্ষ টাকা	৪ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর অতিরিক্ত ২% সুদ	মাসিক কিস্তি
১৯.	কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ	সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা	২ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১১%, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর ২% সুদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সুপারভিশন চার্জ প্রযোজ্য নয়	১ মাস গ্রেস পিরিয়ড, ২৩ টি মাসিক কিস্তি
২০.	মৎস্য চাষ (চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ) ঋণ	সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা	২ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১১%, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে ২% অতিরিক্ত সুদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সুপারভিশন চার্জ প্রযোজ্য নয়	৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড, ৩টি মাসিক কিস্ড়ি। পরিশোধের ৫ দিন পর পুনরায় ঋণ প্রদান
২১.	আনসার অফিসার হোম লোন	মূল বেতন ২২২৫০- ৩১২৫০ টাকা ও তদূর্ধ্ব সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং তদনিম্নে ১ম শ্রেণী-সর্বোচ্চ ২০.০০ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ১০ বছর মেয়াদী	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে অতিরিক্ত ২% সুদ	নির্মাণের ক্ষেত্রে ৬ মাস এবং ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১ মাস গ্রেস পিরিয়ড, মাসিক কিস্তি
২২.	আনসার/ভিডিপি সদস্য হোম লোন	বিভাগীয় সদর-২৫.০০ লক্ষ, জেলা সদর পৌরসভা-২০.০০ লক্ষ, অন্যান্য সকল পৌরসভা-১৫.০০ লক্ষ এবং পৌরসভার বাহিরে উপজেলা সদর এবং উপজেলার বাহিরে নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন এলাকায় ১০.০০ লক্ষ	১০ বছর মেয়াদী	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	প্রযোজ্য নয়	নির্মাণের ক্ষেত্রে ৬ মাস এবং ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১ মাস গ্রেস পিরিয়ড, মাসিক কিস্তি
২৩.	গরু মোটাতাজাকরন ঋণ	সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা	মেয়াদ ২ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১১%, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর ২% অতিরিক্ত সুদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সুপারভিশন চার্জ প্রযোজ্য নয়	১ বছর অন্তর সুদসহ সমুদয় ঋণ পরিশোধযোগ্য

চলমান পাতা-১৪

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

ক্রঃ নং	ঋণ খাতের নাম	ঋণ সীমা	মেয়াদ	সুদের হার	অন্যান্য সুদ/চার্জ	পরিশোধ পদ্ধতি
২৪.	পোল্ট্রি (ব্রয়লার/লেয়ার) ঋণ	সর্বোচ্চ ১০.০০ লক্ষ টাকা, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা	ব্রয়লার ঋণের মেয়াদ ২ বছর এবং লেয়ার ঋণের মেয়াদ ৩ বছর	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১১%, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৯%	সুপারভিশন চার্জ ২%, খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর ২% অতিরিক্ত সুদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে সুপারভিশন চার্জ প্রযোজ্য নয়	প্রতি ৪৫ দিন পর পর ১৬টি সম-কিস্তি, লেয়ার ঋণে ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ১৮-৩৬ মাসে পরিশোধযোগ্য
২৫.	নগদ ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট) ঋণ	০.৫০ লক্ষ থেকে ১০.০০ লক্ষ টাকা	১ বছর মেয়াদী	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে ২% অতিরিক্ত সুদ	৪৫ দিনের সমন্বয় চক্রসহ ১ বছর অন্তর সুদসহ পরিশোধযোগ্য
২৬.	হালকা যানবাহন ক্রয় (ফোর-হুইলার) ঋণ	সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা	৪ বছর মেয়াদী	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ১৩%	খেলাপী হলে পুরো ঋণের উপর ২% সুদ	মাসিক কিস্তি
২৭.	আনসার-ভিডিপি প্রণোদনা কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প ঋণ	সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা	১৮ মাস মেয়াদী	ফ্ল্যাট রেটে ৯.৫০%	সুপারভিশন চার্জ ৩%, খেলাপী হলে ২% অতিরিক্ত সুদ	পাক্ষিক কিস্ড়ি
২৮.	দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃ অর্থায়ন স্কীম ঋণ	সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা	৩৬-৫৪ মাস	দৈনিক প্রোডাক্ট ভিত্তিতে ৫%, তবে ঋণ খেলাপ হলে ১৩% হারে সুদ প্রযোজ্য হবে	খেলাপীর জন্য পুরো ঋণের উপর অতিরিক্ত ২% সুদ	অনধিক ১৪ মাস গ্রেস পিরিয়ড, মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য
২৯.	‘‘Ansar VDP Alo-by Solaric (AVAS) প্রকল্প এর মাধ্যমে M-IPS স্থাপন” ঋণ	ঋণের সিলিং ০.১৫, ০.২২, ০.৩১ লক্ষ টাকা।	৬/১২/১৮/২৪/৩৬ মাস মেয়াদী	ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ৯%	খেলাপী হলে ঋণের অনাদায়ী স্থিতির উপর অতিরিক্ত ২% সুদ চার্জ করতে হবে	মাসিক কিস্তি
৩০.	কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচী এর আওতায় ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের নীতিমালা।	ঋণের সিলিং একক ১৫ লক্ষ, গ্রুপ ৪০ লক্ষ টাকা	স্বল্প মেয়াদী ১ বছর এবং মধ্যম মেয়াদী ৩ বছর মেয়াদী	ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ৯%	খেলাপী হলে ১৩% সুদ ও খেলাপীর জন্য অতিরিক্ত ২% সুদ চার্জ করতে হবে	মাসিক কিস্তি (ন্যূনতম গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস)
৩১.	এসডিপিএস হিসাবের স্থিতির বিপরীতে ঋণ	আমানত স্থিতির ৮০%	১ বছর মেয়াদী	আমানতের সুদের হারের চেয়ে ৪% বেশী তবে ১৫% এর অধিক নয়	প্রযোজ্য নয়	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপযোগ্য হবে
৩২.	স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ঋণ	আমানত স্থিতির ৮০%	১ বছর মেয়াদী	আমানতের সুদের হারের চেয়ে ৪% বেশী তবে ১৫% এর অধিক নয়	প্রযোজ্য নয়	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপযোগ্য হবে
৩৩.	আমানত দ্বিগুন বৃদ্ধি প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ	আমানত স্থিতির ৮০%	১ বছর মেয়াদী	আমানতের সুদের হারের চেয়ে ৪% বেশী তবে ১৫% এর অধিক নয়	প্রযোজ্য নয়	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপযোগ্য হবে
৩৪.	লাখপতি ডিপোজিট স্কীমের বিপরীতে ঋণ	আমানত স্থিতির ৮০%	১ বছর মেয়াদী	আমানতের সুদের হারের চেয়ে ৪% বেশী তবে ১৫% এর অধিক নয়	প্রযোজ্য নয়	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আরোপযোগ্য হবে

চলমান পাতা-১৫

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

১৪। ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা :

(১) আলোচ্য ঋণের আওতায় কোন গ্রাহককে প্রথম পর্যায়ে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা নিম্নোক্তভাবে প্রয়োগ করা যাবে :

ক্র: নং	পদবী	পদ	সর্বোচ্চ ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা (লক্ষ টাকায়)
১	ক) শাখা ব্যবস্থাপক	১। অফিসার/এসও	১.৫০
		২। পিও/এসপিও	২.০০
		৩। লোকাল অফিস	৩.০০
	খ) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক		৩.০০
	গ) উপ-মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রিম)		৫.০০
	ঘ) মহাব্যবস্থাপক,অপারেশন, অপারেশন মহাবিভাগ		৮.০০
	ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক		৮.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে

(২) একই গ্রাহককে পরবর্তী পর্যায়ে সমপরিমাণ/একই পরিমাণ ঋণ প্রদানে ঋণের খাত নির্বিশেষে নিম্নোক্তভাবে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে :

ক্র: নং	পদবী	পদ	সর্বোচ্চ ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা (লক্ষ টাকায়)
১	ক) শাখা ব্যবস্থাপক	১। অফিসার/এসও	৩.০০
		২। পিও/এসপিও	
		৩। লোকাল অফিস	
	খ) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক		৫.০০
	গ) উপ-মহাব্যবস্থাপক (ঋণ ও অগ্রিম)		৮.০০
	ঘ) মহাব্যবস্থাপক, অপারেশন, অপারেশন মহাবিভাগ		১০.০০
	ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক		১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে

তবে একটি বাড়ী একটি খামার সমন্বিত কৃষি ঋণ, পারসোনাল লোন, অঙ্গীভূত আনসার ঋণ এবং আমানতের বিপরীতে ঋণের মঞ্জুরী ক্ষমতা ঋণের পরিমাণ নির্বিশেষে শাখা ব্যবস্থাপকের উপর ন্যস্ত থাকবে। তবে শাখা ব্যবস্থাপকের নিজের ঋণ এর আবেদন মঞ্জুরীর ক্ষমতা পরিমাণ নির্বিশেষে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের উপর অর্পিত থাকবে।

১৫। ন্যূনতম শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ :

নতুন এবং পুরনো সকল সদস্যদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে শেয়ার ক্রয়ের বিধান চালু করা হয়েছে:

ক্রঃ নং	মঞ্জুরীতব্য ঋণের সিলিং	ক্রয়তব্য শেয়ারের ন্যূনতম সংখ্যা ও মূল্য			
		ব্যাটালিয়ন আনসারদের ক্ষেত্রে		ব্যাটালিয়ন আনসার ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে	
		সংখ্যা	মূল্য	সংখ্যা	মূল্য
১।	৫০,০০০ পর্যন্ত	০৭	৭০০/-	০৭	৭০০/-
২।	৫০,০০১/- থেকে ১,০০,০০০/- পর্যন্ত	১০	১,০০০/-	১৫	১,৫০০/-
৩।	১,০০,০০১/- থেকে ৩,০০,০০০/- পর্যন্ত	১৫	১,৫০০/-	২০	২,০০০/-
৪।	৩,০০,০০১/- থেকে ৫,০০,০০০/- পর্যন্ত	২৫	২,৫০০/-	৩০	৩,০০০/-
৫।	৫,০০,০০১/- থেকে ৭,০০,০০০/- পর্যন্ত	৩৫	৩,৫০০/-	৪০	৪,০০০/-
৬।	৭,০০,০০১/-থেকে তদুর্দ্ধ পর্যন্ত	৪৫	৪,৫০০/-	৫০	৫,০০০/-

১৬। ঋণ আবেদন ফরমের মূল্য :

ঋণের আবেদন ফরমের মূল্য ঋণের সিলিং অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে প্রযোজ্য হবে :

ক্র: নং	ঋণের সিলিং	ঋণের আবেদন ফরমের মূল্য
১	১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৭৫/-
২	১.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব হতে ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩০০/-
৩	৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ	৪০০/-

চলমান পাতা-১৬

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

১৭। লোন প্রসেসিং ফি :

বিতরণকৃত ঋণের উপর ০.২০% হারে অফেরতযোগ্য লোন প্রোসেসিং ফি প্রযোজ্য হবে। তবে, ন্যুনতম লোন প্রোসেসিং ফি হবে ১০০/-(একশত) টাকা এবং সর্বোচ্চ হবে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা।

১৮। ঋণ ও ইকুইটির অনুপাত :

ঋণ ও ইকুইটির অনুপাত হবে ন্যূনতম ৭০ ঃ ৩০। তবে, কোন উদ্যোক্তা বেশী মার্জিন প্রদানে আগ্রহী হলে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

১৯। ঋণ মূল্যায়ন ও সুপারিশ এবং মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ :

১. শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুরকারী হলে মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী, মাঠকর্মী না থাকলে শাখা ব্যবস্থাপক নিজেই ঋণ মূল্যায়ন ও সুপারিশ এবং মঞ্জুরকারী হবেন;
২. আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মঞ্জুরকারী হলে মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী;
৩. ২.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী; এবং
৪. ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং মূল্যায়ন ও সুপারিশকারী হবেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মী;
৫. মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন পূর্বক তদন্ত করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করবেন।

২০। মঞ্জুরীপত্র ইস্যু :

মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ শাখা ব্যবস্থাপক হলে তিনি সরাসরি ঋণ গ্রহীতার অনুকুলে মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করবেন। ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ শাখা ব্যবস্থাপক না হলে ঋণ মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষকে শাখা ব্যবস্থাপকের অনুকুলে ঋণ মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপক উক্ত মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পর ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারীর অনুকুলে মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করবেন। মঞ্জুরী পত্রের অফিস কপিতে প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহন করে মূলকপি আবেদনকারীর নিকট হস্তান্তর করতে হবে। উক্ত মঞ্জুরী পত্রের অফিস কপিসহ আঞ্চলিক কার্যালয়/প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মঞ্জুরীপত্র সংশিণ্টষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষন করতে হবে।

২১। মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ :

ঋণ মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ হবে ৩ মাস, তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদনে বিলম্ব হলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরো ২ মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে।

২২। ঋণ প্রস্তাব গ্রহন ও নিষ্পত্তি রেজিষ্টার সংরক্ষণ ও ঋণ নথি নিষ্পত্তির সময়সূচী নির্ধারণ :

সকল ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ প্রস্তাব গ্রহন ও নিষ্পত্তি রেজিষ্টার ঋণের খাত ভিত্তিক সংরক্ষণের পাশাপাশি ঋণ নথি নিষ্পত্তির সময়সূচী নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো :

ক্রঃ নং	বিষয়	প্রধান কার্যালয়	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক		শাখা ব্যবস্থাপক	
			মূল্যায়ন ও সুপারিশ	মঞ্জুর/বাতিল	মূল্যায়ন ও সুপারিশ	মঞ্জুর/বাতিল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ঋণ আবেদন পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে উহা নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা	০৪ (চার) কর্মদিবস	০২ (দুই) কর্মদিবস	০৩ (তিন) কর্মদিবস	০৭ (সাত) কর্মদিবস	১০ (দশ) কর্মদিবস

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকার ঋণ নথি নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে, ঋণ নথিতে যুক্তিসঙ্গত কারন লিপিবদ্ধ করে এ সময় আরো ২ (দুই) দিন বাড়ানো যাবে।

২৩। মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম (Death risk coverage scheme) :

(১) বিধানাবলী : ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের উপর নিম্নোক্ত হারে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমের চাঁদা নগদে গ্রহন করতে হবে :

১. এক বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে চাঁদার পরিমাণ শতকরা ০.৪০ (শুণ্য দশমিক চার শুণ্য) টাকা;
২. এক বছরের অধিক থেকে দুইবছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে চাঁদার পরিমাণ শতকরা ০.৫০ (শুণ্য দশমিক পাঁচ শুণ্য) টাকা;
৩. দুই বছরের অধিক মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে চাঁদার পরিমাণ শতকরা ০.৬০ (শুণ্য দশমিক ছয় শুণ্য) টাকা;
৪. তবে, উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রেই ন্যুনতম চাঁদার পরিমাণ হবে ১০০/- (একশত) টাকা।

চলমান পাতা-১৭

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

(২) শর্তাবলী :

নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম হতে ঋণ সমন্বয়ের বিধান কার্যকর রয়েছে :

১. কেবলমাত্র ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলেই তার উত্তরাধিকারীগণ মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম হতে অনাদায়ী ঋণ সমন্বয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন। মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম ঋণগ্রহীতাকে ঋণের মেয়াদকালে তার মৃত্যু পরবর্তী দায় সমন্বয়ের নিশ্চয়তা দিবে। দায় বলতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার দায় বুঝাবে;

২. ঋণ পরিশোধের মেয়াদের মধ্যে ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত কোন খেলাপী কিস্তি থাকলে তার উত্তরাধীকারীগণ কর্তৃক খেলাপী ঋণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট ঋণ সমন্বয়ের আবেদন করতে পারবেন। মৃতের উত্তরাধিকারীগণ নগদে কোন আর্থিক সুবিধা পাবেন না;

৩. বীমার মেয়াদ হবে ঋণের মেয়াদপূর্তির তারিখ পর্যন্ত। ঋণ মেয়াদদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখেই মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এর সুবিধা স্বয়ংক্রিভাবে অবসান হয়ে যাবে। উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ঋণটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও এ স্কীমের আওতায় কোন ঋণ সমন্বয়ের সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। অর্থাৎ কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে তার উত্তরাধীকারগণ মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম হতে ঋণ সমন্বয়ের আবেদন করতে পারবেন না;

৪. একটি বাড়ী একটি খামার, পারসোনাল লোন, আনসার অফিসার হোম লোন ও আনসার/ভিডিপি সদস্য হোম লোনসহ অন্য যে সকল ঋণের ক্ষেত্রে আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যা ও স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন থেকে কিস্তি কর্তন করার বিধান রয়েছে এবং ঋণগ্রহীতার পিএফ, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি ঋণের বিপরীতে লিয়েন রয়েছে, সে সকল ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে সে ঋণগুলো মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমের আওতায় আসবে না। তাছাড়া, দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ঋণের অপারেশন সার্কুলার ০২/২০১৬ তারিখ ১৫/০২/১৬ অনুযায়ী মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম প্রযোজ্য হবে;

৫. যে সকল ঋণের বিপরীতে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এ চাঁদা গ্রহন করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই সকল ঋণের ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতার মৃত্যুজনিত কারণে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম হতে অনাদায়ী ঋণ সমন্বয় করা যাবে, অন্য কোন ঋণের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হবে না;

৬. ঋণ পূর্ণ পরিশোধের পর পুনঃঋণ প্রদানের সময় নতুন করে নির্ধারিত হারে চাঁদা পরিশোধযোগ্য হবে। তবে, নতুন করে ঋণ মঞ্জুরী ব্যতিরেকে একই ঋণ হিসাব হতে পুনঃঋণ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে আর কোন চাঁদা পরিশোধ করতে হবে না;

৭. কোন ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে তার মৃত্যুসনদ এবং এ বিষয়ে চেয়ারম্যান/মেয়রের সার্টিফিকেট পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক যৌথভাবে সরেজমিনে তদন্ত করে তা নিশ্চিত হয়ে ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর তারিখ হতে তার ঋণ হিসাবে আর কোন সুদ ধার্য করা যাবে না। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবটি আলোচ্য স্কীমের আওতায় সমন্বয়ের জন্য সুপারিশসহ আবেদন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

৮. মৃত ঋণগ্রহীতার জমাকৃত গ্রুপ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের টাকা ঋণের সাথে দ্রুত সমন্বয় করতে হবে ('ব্যাংকার্স রাইট অব সেট অব' নীতি অনুযায়ী);

৯. ঋণগ্রহীতার উত্তরাধীকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক সুপারিশসহ তার আবেদন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে;

১০. প্রস্তাব মঞ্জুর হলে প্রধান কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট শাখাকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে এবং মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম হতে সমন্বয়কৃত টাকা কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ কর্তৃক এডভাইস এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর প্রেরণ করা হবে। শাখা উক্ত এডভাইস মোতাবেক ঋণ সমন্বয় করবে;

১১. মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এর চাঁদা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব নিকাশ প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ সংরক্ষন করবেন। ডেবিট ক্যাশ ভাউচারের মাধ্যমে এ তহবিলের চাঁদা বাবদ অর্থ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নগদে আদায় পূর্বক দৈনিক ভিত্তিতে শাখার হিসাব কোড নং ২৫১৮ এ জমা করতে হবে। উক্ত জমাকৃত অর্থ প্রতি ছয়মাস অন্তর অর্থাৎ প্রতি জুন ও ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে ''আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা" বরাবর প্রেরণ করতে হবে। শাখাগুলোকে এ স্কীমের আওতায় গ্রহনকৃত অর্থের হিসাব আলাদা রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষন করতে হবে। ইতোপূর্বে সংগৃহীত ২৫২৪ ও ২৫২৫ কোডের ঋণবীমার টাকা ২৫১৮ কোডে স্থানান্তর করতে হবে;

১২. আলোচ্য স্কীমের আওতায় মৃত ঋণগ্রহীতাদের অনাদায়ী ঋণ সমন্বয়ের অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের;

১৩. ঋণ মঞ্জুরী পত্রে নিম্নোক্ত শর্তাদি সংযোজন করতে হবে :
''আপনাকে বাধ্যতামূলকভাবে মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম এর সদস্য হতে হবে এবং এ জন্য সদস্য চাঁদা বাবদ মঞ্জুরীকৃত ঋণের শতকরা ০.৪০/০.৫০/০.০৬০ টাকা (অফেরতযোগ্য) নগদে পরিশোধ করতে হবে"

২৪। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ :

অপারেশন সার্কুলার ১৩/২০১০ তারিখ ২৫ এপ্রিল ২০১০ এর মাধ্যমে অত্র ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ শ্রেণীকরণ করা হয়। নিম্নে ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাসকরণ এর পদ্ধতি, বস্তুগত মাপকাঠি ও প্রভিশনিং পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

চলমান পাতা-১৮

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

(১) Short Term Agro. credit অর্থাৎ Micro credit (ক্ষুদ্র ঋণ):

উক্ত ঋণগুলি শ্রেনীবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় :

১. অনিয়মিত ঋণ হিসাবে ১২ মাস সময় অতিক্রান্ড় হলে উহা "নিম্নমান (Substandard)"
২. অনিয়মিত ঋণ হিসাবে ৩৬ মাস অতিক্রান্ড় হলে "সন্দেহজনক (Doubtful)";
৩. অনিয়মিত ঋণ হিসাবে ৬০ মাস অতিক্রান্ড় হলে "মন্দ ঋণ (Bad and Loss)"।

(২) Fixed term loan (not over five years) :

যে সমস্ড় ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং সুনির্দিষ্ট সূচী মোতাবেক পরিশোধ করা হয় তাদেরকে Fixed term loan বলে। Fixed term loan কে পরিশোধের মেয়াদ ভেদে ২ ভাগে ভাগ করা হয় যথা : (১) Fixed term loan (not over five years), (২) Fixed term loan (over five years) অত্র ব্যাংকে প্রচলিত Fixed term loan (not over five years) এর মধ্যে যে সব ঋণের মেয়াদ পরবর্তী সময় কাল ৯০ দিন বা তদুর্ধ হয় ঐ সকল ঋণকে ``Special Mention Account (SMA)'' হিসেবে দেখাতে হবে এক্ষেত্রে ``Special Mention Account (SMA)'' ব্যতিত অন্যসব অশ্রেণীকৃত ঋণকে Standard হিসেবে দেখাতে হবে। অর্থাৎ ``Unclassified loans কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা-ক) Standard এবং খ) Special Mention Account (SMA)''এই শ্রেণীর অন্ড়র্ভূক্ত যে কোন ঋণের কিস্ড়ি বা কিস্ড়ির অংশ বিশেষ যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে (যেমন-বিতরণের পর থেকে পরবর্তী মাসের কিস্ড়ি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে) পরিশোধ না করলে উক্ত অপরিশোধিত কিস্ড়িটি বকেয়া কিস্ড়ি হিসেবে বিবেচিত হবে। নিম্নে এ ক্ষেত্রে বস্তুগত মাপকাঠি উল্লেখ করা হলো :

১. বিতরণের পর থেকে বকেয়া কিস্ড়ির পরিমাণ ৬ মাস বা তদুর্ধ হলে সম্পূর্ণ ঋণটি হবে নিম্নমান (substandard);
২. বিতরণের পর থেকে বকেয়া কিস্ড়ির পরিমান ১২ মাস বা তদুর্ধ হলে সম্পূর্ণ ঋণটি হবে সন্দেহজনক (doubtful);
৩. বিতরণের পর থেকে বকেয়া কিস্ড়ির পরিমান ১৮ মাস বা তদুর্ধ হলে সম্পূর্ণ ঋণটি হবে মন্দ ঋণ (Bad and loss);

(৩) প্রভিশনিং :

particulars		Short-term agri. and M.C	Consumer Financing			SMEF	BH/ MB/SD	All other credits
			Other than HF, LF	HF	LF			
UC	standard	1%	0.25%	2%	2%	0.25%	2%	1%
	SMA	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Classified	SS	5%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	DF	5%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	BL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Where,
SS-Sub-Standard, **DF**-Doubtful, **BL**-Bad/Loss, **HF**-Housing Financing, **LF**-Loans for Professionals to set up Business, **SMEF**-Small and Medium Enterprise Financing, **BH**-Loans to Brokarage Houses, **MB**-Loans to Merchant banks, **SD**-Loans to Stock Dealers.

(৪) শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের সুদ হিসাবায়ন:

শ্রেণীকৃত ঋণের সুদ হিসাবায়নের জন্য গত ২৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের হিসাব সার্কুলার নং-৩/২০১৫ জারী করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলারের ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে শ্রেণীকৃত ঋণের সুদ হিসাবায়নের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

১. অশ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে নির্ণয়কৃত সুদ, ঋণ হিসাব ডেবিট করে আয় খাতে নিতে হবে;
২. শ্রেণীকৃত ঋণের উপর নির্ণয়কৃত সুদ, ঋণ হিসাব ডেবিট করে স্থগিত সুদ আয় (Deferred Income Interest Suspense) খাতে নিতে হবে;
৩. বিতরণকৃত ঋণের সমপরিমাণ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা যাবে। তবে তৎপর্বে ঋণটি বিএল হলে সুদ ধার্য স্থগিত থাকবে। বিতরণকৃত ঋণের সমপরিমাণ সুদ ধার্য্যের পূর্বে বিএল হওয়ার কারণে সুদ ধার্য্য স্থগিত থাকলে উক্ত ঋণটি পূর্ণ পরিশোধকালে ৬ নং অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে অবশিষ্ট সময়ের সুদ ধার্য্য করতে হবে;
৪. ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে বিতরণকৃত ঋণ, সমপরিমাণ সুদ এবং খরচ (যদি থাকে) এর অধিক অর্থ গ্রাহকের নিকট হতে দাবী/আদায় করা যাবে না। অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরকালে বিতরণকৃত ঋণ, বিতরণকৃত ঋণের দ্বিগুন সুদ এবং খরচ (যদি থাকে) এর অধিক অর্থ গ্রাহকের নিকট হতে দাবী/আদায় করা যাবে না। কাজেই সুদ ধার্য্যের সময় বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

২৫। ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা :

ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণের কিস্তি আসন্ন হলে ডিমান্ড নোটিশ এবং কিস্তির সময় পার হলে লিগ্যাল নোটিশ ইস্যু করতে হবে এবং লেজারে নোটিশ ইস্যুর ধরণ, তারিখ ও অনুমোদিত স্বাক্ষর করতে হবে। সার্টিফিকেট মোকদ্দমা দায়ের, চেক ডিজঅনার মামলা দায়ের এবং উকিল নোটিশ ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। নিম্নে উকিল নোটিশ ইস্যু, সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও চেক ডিজঅনার মামলা দায়েরের পদ্ধতির সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো ঃ

চলমান পাতা-১৯

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

(১) উকিল নোটিশ :

১. অপারেশন সার্কুলার (Operation Circular) নং ১/২০০২, তারিখঃ ০৮ জানুয়ারী ২০০২;
২. প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হবে;
৩. নোটিশের খসড়া প্রস্তুত ও স্বাক্ষরের জন্য নোটিশপ্রতি উকিলকে সর্বোচ্চ ১০০/-(একশত) টাকা দেয়া যাবে। খরচসমূহ ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাব বিকলন করে প্রদান করতে হবে;
৪. ফটোকপি ও ডাকমাশুল ব্যাংক থেকে প্রদান করা যেতে পারে;
৫. উকিল নোটিশ সর্বদা রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে এবং প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি যথাযথভাবে সংরক্ষন করতে হবে।

(২) সার্টিফিকেট মামলা :

১. অপারেশন সার্কুলার (Operation Circular) নং ৮/২০০১,তারিখঃ ২৪ জুন ২০০১;
২. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম নিবিড় তদারকীমূলক ঋণ ব্যবস্থা। নিবিড় যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে সর্বাত্তক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রয়োজনে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং জেলা এ্যাডজুট্যান্ট এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। একান্ত অনন্যোপায় হলে বা সার্বিক ঋণ আদায় সন্তোষজনক পর্যায় উন্নীত করার লক্ষ্যে দৃষ্টান্তস্বরুপ আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, ঋণ আদায়ের বিদ্যমান সমস্ত কলাকৌশল/প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে চুড়ান্ত পন্থা (Final step) হিসেবে মামলা দায়েরের অনুমোদন দেয়া যায়;
৩. ১৯০৮ সালের তামাদি আইন (Limitation Act 1908, Section-3) অনুযায়ী ঋণকে তামাদির হাত থেকে রক্ষার জন্য সার্টিফিকেট মামলার অনুমোদন নেয়া যেতে পারে;
৪. শেষ কিস্তি দেয়ার তিন বছর পরে ঋণটি তামাদি হবে। একান্ত অনন্যোপায় হয়ে সার্বিক ঋণ আদায় সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে দৃষ্টান্তস্বরুপ আইনগত ব্যবস্থা হিসাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মোকদ্দমা রুজু করা যেতে পারে;
৫. শুধুমাত্র ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা তাঁহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে Public Demand Recovery (PDR) ACT-1913 এর অধীন সার্টিফিকেট কর্মকর্তার ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন;

(৩) হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন (Negotiable Instrument Act 1881, Section-138) মামলা:

ব্যাংকের পাওনা আদায়ের চুড়ান্ত পন্থা হিসেবে চেক ডিজঅনার মামলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. ঋণ প্রদানকালে গ্রাহকের নিকট হতে গৃহীত চেক পাওনা আদায়ের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করে ডিজঅনার হলে উক্ত গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে;
২. এক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারা মোতাবেক ডিমান্ড নোটিশ ও উকিল নোটিশ ইস্যু করার পর চুড়ান্তভাবে মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
৩. চেকে উল্লেখিত তারিখের ৬ মাসের মধ্যে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংকে চেক উপস্থাপন করতে হবে;
৪. চেকটি ডিজঅনার হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে চেক প্রদানকারীকে লিগ্যাল নোটিশ দিতে হবে;
৫. লিগ্যাল নোটিশ পাওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা টাকা পরিশোধ না করলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে;
৬. মামলাটি ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারা মোতাবেক করতে হবে;

(৪) আইনজীবীদের ফিস প্রদান :

১. প্রধান কার্যালয়ের গত ১৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের অপারেশন সার্কুলার নং-১১/২০১৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত আইনজীবীগণের ফিস নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কোন আইনজীবীর পরিবর্তন হলে (মামলা পরিচালনার সময়/অবস্থা অনুসারে) নির্ধারিত ফিসের বাকী অংশ পরবর্তীতে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী পাবেন। মামলার সকল খরচ পৃথক রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সরকারী বিধি মোতাবেক বিলের বিপরীতে ভ্যাট ও উৎসে কর কর্তন করতে হবে;

৩. প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তির আইনগত মতামত প্রদানের নির্ধারিত বিল ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ঋণ বিতরণের পূর্বে/ঋণ বিতরণের দিন আদায় সাপেক্ষে আদায়কৃত টাকা প্রদেয় বিবিধ খাতে সংরক্ষন করতঃ উক্ত খাত থেকে আইনজীবীকে প্রদান করতে হবে। ব্যাংকের পাওনা আদায় সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ উকিলের ফিসসহ ঋণগ্রহীতার হিসাব বিকলন (ডেবিট) করে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে প্রদান করতে হবে;

৪. অন্যদিকে, ব্যাংকের পাওনা আদায় সংক্রান্ত মামলা ব্যতীত ব্যাংকের পক্ষে অন্যান্য মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবীদের ফিস ব্যয় খাত ''আইন খরচ" ডেবিট করে নীতিমালা মোতাবেক সরাসরি আইনজীবীকে প্রদান করতে হবে। এ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপককে প্রদান করা হয়েছে বিধায় আইনজীবীদের ফিস প্রদানের জন্য এ সংক্রান্ত বিল প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের প্রয়োজন নেই।

চলমান পাতা-২০

বিষয় : সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯।

(৪) আইনজীবীদের ফিস প্রদান :

৫. বিজ্ঞপ্তি খসড়া/লিগ্যাল নোটিশ/খসড়া প্রণয়ন/এজহার/জিডি লিখন/সার্টিফিকেট মামলা, অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে খেলাপী ঋণগ্রহীতাকে প্যানেল এডভোকেট এর মাধ্যমে উকিল নোটিশ ১০০/-(একশত) টাকা এবং জামানতি সম্পত্তির মালিকানা/ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে আইনগত মতামত প্রদান/চুক্তিপত্র/লিজ দলিল/বিক্রয় দলিল সম্পাদনের জন্য ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা উকিলকে প্রদান করা যাবে;

২৬। **শেষের কথা :**

ইতোপূর্বে জারীকৃত ৩৪টি ঋণ প্রোডাক্ট ও এতদ্সংক্রান্ত সংশোধনীসমূহ অত্র নীতিমালার পাশাপাশি প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া, এ সকল নীতিমালাগুলোর সাথে জারীকৃত সকল ধরণের ঋণের আবেদন ফরম, মঞ্জুরীপত্রের নমুনা ফরম, বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টের নমুনা ফরম, বিভিন্ন নোটিশের নমুনা ফরম, ঋণ সংক্রান্ত ক্রেডিট কমিটির কার্যবিবরণীর নমুনা ও সকল ধরণের পরিশিষ্ট ও সংযুক্তি যথারীতি বহাল থাকবে। এতদ্সত্বেও বহালকৃত নীতিমালাগুলোর সাথে সমন্বিত ঋণ নীতিমালার কোন দ্বন্দ্ব/গরমিল পরিলক্ষিত হলে সমন্বিত ঋণ নীতিমালা ২০১৯ অনুসরণীয় হবে। এ নীতিমালার বিষয়ে যে কোন ধরণের অনুসন্ধান ও স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন হলে অত্র নীতিমালার প্রস্তুতকারক ঋণ ও অগ্রিম উপ-বিভাগের সিনিয়র অফিসার জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন (মোবাইল নম্বর-০১৮৩৭-৫৩৬৯৩৪, ই-মেইল-avublad@gmail.com) এর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হলো। বিগত ১২ জুলাই ২০১৬ তারিখে জারীকৃত অপারেশন সার্কুলার নং-২৫/২০১৬ এর পরিবর্তে অত্র নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় অত্র নীতিমালাটি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়ক হিসেবে এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ তথা ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংক সম্পর্কে ধারণা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২৭। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ শাহজাহান আকন্দ
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
ফোন ঃ 02-48313191
avublad@gmail.com

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ 02-9347615
gmoperation@ansarvdpbank.gov.bd

সূত্র নং-২/২০/৪৭০/৮১৩৪ তারিখ ঃ ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। ষ্টাফ অফিসার টু এমডি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
২। ষ্টাফ অফিসার টু জিএম, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম, পিএএম, উপ-পরিচালক, ওয়েলফেয়ার, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
৪। সকল উপ-বিভাগ প্রধান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (উপ-বিভাগ প্রধান, কম্পিউটার উপ-বিভাগকে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শণের অনুরোধসহ)।
৫। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক।
৬। অফিস নথি/মহানথি ।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ জয়নুল আবেদীন
সিনিয়র অফিসার
মোবাইল :০১৮৩৭-৫৩৬৯৩৪
avublad@gmail.com